গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা -৫

নং-পাসম-উঃ৫/৩ক-২/৯৭(ক)/ তারিখ ঃ ০৩-০৭-২০০১খ্রিঃ

বিষয় ঃ বিগত ১০-৬-২০০১ তারিখে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১০ম সভার কার্যবিবরণী ।

বিগত ১০-৬-২০০১ তারিখ সকাল ১১-০০ ঘটিকায় পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সম্মেলন কক্ষে জাতীয় পানি সম্ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১০ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির আহবায়ক মাননীয় পানি সম্পদ ম জনাব আব্দুর রাজ্জাক সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীসহ জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নিব কমিটির অন্যান্য সদস্য এবং সহায়তাকারী কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন, যাঁদের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'-তে সংযুক্ত করা হলো। সভার আলোচ্যসূচী ছিল '' জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার খসড়া চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশল পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা প্রদান''।

২। '' জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার খসড়া চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশল পযালোচনা এবং ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা '' বিষ আলোচনা ঃ

২.১ আলোচনা শুরুতে মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরুর জন্য সচিবকে অনুরে করেন। পানি সম্পদ সচিব উপস্থিত মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী এবং মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার আলোচ্যস্ তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বিগত ২২-৫-২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক খসড়া চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশ প্রতিবেদন প্রণয়নে যে সকল অনিষ্পন্ন বিষয়ে বিগত সভায় মতানৈক্য হয়েছিল সেগুলোতে ঐকমত্য উপনীত হওয়ার নিমিত্তে পানি সম্ পরিকল্পনা সংস্থা(ওয়ারপো), যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং পানি বিশেষজ্ঞগণের সাথে কয়েক দফা সভায় মিলি হয়ে অনিষ্পন্ন বিষয়গুলোতে ঐকমত্য, সমঝোতা এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে। অতঃপর তিনি পানি সম্পদ পরিকল্প সংস্থার মহাপরিচালককে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার খসড়া চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশল প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে অনুরোধ করেন।

২.২ রিপোর্ট উপস্থাপনা ঃ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বিগত সভায় যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য উপনীত হওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছিল সেগুলো হলো ঃ

ভূ-পরিস্থ পানি এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি প্রাপ্যতা ও সমন্বিত ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়াদি;
আর্সেনিক দূষণ সংক্রান্ত;
নলকূপের লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত;
তিনি উল্লেখ করেন, নলকূপের লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত বিষয়টি বাদ দেওয়ার পক্ষে ঐকমত্য হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ও ঐকম হওয়া সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া তিনি উল্লেখ করেন, বিগত সভায় আলোচনা অনুযায়ী চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশল প্রতিবেদনের Executiv Summary - এর ২৮ পৃষ্ঠার ১ম বুলেটে বর্ণিত অংশটি ভূগর্ভস্থ পানির সাথে সম্পর্কিত বিধায় উক্ত পরিচ্ছেদে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে ভূপরিস্থ পানি ও ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা ও সমন্বিত ব্যবহার এবং আর্সেনিক দূষণ সংক্রান্ত বিষয়াদি তে ঐকমত্য উপনীত হওয়া সম্ভ হয়েছে। এ ছাড়া বিগত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশল প্রতিবেদনটি আরও সংক্ষিপ্ত এবং সুনির্দিষ্ট বক্তব্যসহ প্রণয়ন ক হয়েছে। অধিকন্তু নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো প্রতিবেদনে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে ঃ

(১) নদী খনন(ড্রেজিং)এবং নদী ব্যবস্থাপনা;
(২) হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন;
(৩) ভূমি উদ্ধার;
(৪) সমুদ্র উপকূল;
(৫) কৃষি;
(৬) মৎস্য সম্পদ।

৩। আলোচনা ঃ

৩.১ কমিটির অন্যতম সদস্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী বলেন উন্নয়ন কৌশল প্রতিবেদনে পৃষ্ঠা ৬ এর ২.৩ অনুচ্ছেদে Environmental Challenges অনুচ্ছেদে বনভূমি এবং জলাভূমি সম্পর্কে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান কর হয়নি। বনভূমি এবং জলাভূমি উন্নয়নের বিষয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, যে সকল জমি পুনরুদ্ধার কর হয়েছে সে সকল জমিতে এবং উপকূলীয় জমিতে বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা যেতে পারে। এর ফলে ভূমির ক্ষয় [illegible] রক্ষাসহ ঘূর্ণিঝড় এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি প্রতিবেদনের ৬ পৃষ্ঠায় ২.৩

অনুচ্ছেদে উপকূলীয় বনায়ন শীর্ষক অনুচ্ছেদ সংযোজন করার জন্য বলেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এ ছাড়া ফসলের ক্ষেত্রে ক্ষতিকার পোকা মাকড় নিধনের জন্য কৃষিতে ব্যাপকহারে যে Pesticide ব্যবহার করা হয় তা সীমিত করা প্রয়োজন। একই অনুচ্ছেদে টেকনিক্যাল চ্যালেঞ্জ অনুচ্ছেদে নদী ব্যবস্থাপনায় নদী খননের বিষয়টি আরো গুরুত্বসহকারে বিষদভাবে বর্ণিত হওয়া প্রয়োজন। তিনি পৃষ্ঠা ৩৭ অনুচ্ছেদ ১০ এ বর্ণিত The Natural Environment and Aquatic Resources জায়গায় বনায়ন সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়নি। তিনি 'রামছাড়' হাওর সংরক্ষণ এবং হাওর এলাকায় বনায়ন পাখির আবাসস্থল হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়ে উল্লেখ করেন। হাওর এলাকায় প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বনায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

৩.২ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন যে, পরিবেশের সাথে যে বিষয়গুলো জড়িত সেগুলো যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করতে হবে। তিনি পানি দূষণ বিষয়ে কি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তা প্রতিবেদনে স্পষ্টীকরণ করার জন্য অনুরোধ করেন। শহর এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার, আর্সেনিক দূষণ এবং খাদ্যে আর্সেনিক বিষয়গুলো আরও গুরুত্ব প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। যদি আর্সেনিক থাকে তবে তার প্রতিকারের জন্য কি ব্যবস্থা নিতে হবে তার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। ভূগর্ভস্থ এবং ভূউপরিস্থ পানি সেচ এবং পানীয় জল হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা করা প্রয়োজন।

৩.৩ IUCN এর Country Director ডঃ আইনুন নিশাত মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রীর বক্তব্য এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিবের বক্তব্য যুক্তিসংগত বলে মনে করেন। তিনি বিষয়গুলো Action Programme এ অন্তর্ভুক্তির জন্য সুপারিশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বুড়ী গঙ্গা নদীর পানি দূষণ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যা পরিশোধন করেও ব্যবহার উপযোগী করা সম্ভব হচ্ছে না। নদ-নদীগুলোর পানি যাতে দূষণ মুক্ত রাখা যায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩.৪ পানি সম্পদ সচিব গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়গুলো প্রতিবেদনে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়োজনে প্রতিবেদনের অবয়ব বড় করা যেতে পারে মর্মে অভিমত রাখেন।

৩.৫ সভাপতি মহোদয় মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রীর সুপারিশসমূহ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে, নদীর ভাঙ্গন রক্ষার বিষয়টি প্রতিবেদনে গুরিক্কারভাবে উল্লেখ রাখতে এবং ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে মর্মে মত প্রকাশ করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, পুরাতন ঢাকার পানি বর্জ্য মিশ্রণের ফলে দূষিত হচ্ছে। ভূউপরিস্থ পানি কিভাবে আরো অধিক হারে ব্যবহার করা যেতে পারে সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩.৬ বুয়েটের পানি প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মনোয়ার হোসেন বলেন যে, ভবিষ্যতে নগরায়নের ফলে পল্লী ও শহরের জনসংখ্যার ব্যাবধান হ্রাস পাবে। সে বিষয়টি লক্ষ্য রেখে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এ ছাড়া নদী ভাংগন নিয়ন্ত্রণ, জরুরী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, শহর-প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণের বিষয়গুলো সঠিকভাবে প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন।

৩.৭ যৌথ নদী কমিশনের সদস্য Development of surface water resources for multi-purpose use অনুচ্ছেদের ৩য় লাইনে "require some surface water" এর 'some' word টি বাদ দেবার জন্য বলেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে সরকারের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী আগামীতে দেশে ভূগর্ভস্থ পানির নির্ভরশীলতা কমিয়ে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে নিরবিচ্ছিন্নভাবে মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মনিটরিং এর সাহায্যে গুণগতমাণসহ সার্বিক বিবেচনায় দেশে ব্যবহারেযোগ্য ভূগর্ভস্থ পানির প্রকৃত লভ্যতা সর্বসম্মতভাবে নির্ণয় করা। যতদিন পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য ভূগর্ভস্থ পানির পরিধান নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে না ততদিন দেশে ভূগর্ভস্থ পানি নির্ভর সেচ ব্যবস্থা আরো সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে এগোতে হবে মর্মে তিনি প্রস্তাব করেন।

৩.৮ পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি ও পানি সম্পদ উইং এর যুগ্ম-প্রধান বলেন, পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুযায়ী ভবিষ্যতে বর্তমান পানি সম্পদ খাতের বরাদ্দের ৪ গুণের বেশী অর্থ প্রয়োজন হবে এবং যদি তা বরাদ্দ দেয়া না যায় সে ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। সে জন্য তিনি বরাদ্দ প্রাপ্যতা অনুসারে কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিৎ বলে মনে করেন। তিনি ভূগর্ভস্থ এবং ভূউপরিস্থ পানির হিসেব নিকেশ প্রতিবেদনে থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন। এ ছাড়া কি পরিমাণ পানি প্রয়োজন রয়েছে তাও নির্ধারণ করা দরকার।

৩.৯ ডঃ আইনুন নিশাত বলেন অর্থায়নের বিষয়টি শুধুমাত্র পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের বিষয়টি হিসাবে নিয়ে এসে হিসাব করা ঠিক হবে না। কারণ প্রস্তাবিত পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সামগ্রীকভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে, সে আলোকেই পরিকল্পনায় অর্থায়নের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। তবে তিনি উল্লেখ করেন যে, বিগত ৫(পাঁচ) বছরে পানি সম্পদ খাতে অর্থ বরাদ্দ এবং ব্যয়ের বিশ্লেষণ পরিকল্পনায় থাকা প্রয়োজন।

... Erosion control এর বিষয়টি পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে। বিভিন্ন সেক্টরের জাতীয় নীতিত পর্যালোচনা করা হয়েছে তা প্রতিবেদনে প্রতিফলিত করতে হবে। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন শুধু পানি সেক্টরের জন্য নয়, এটি পানি সম্পর্কিত সকল সেক্টরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তদানুসারে পরিকল্পনার জন্য অর্থায়নের বিষয়টি বিবে করতে হবে। তিনি ভূগর্ভস্থ পানির সঠিক পরিমাপসহ সেচ কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার নলকূপের জন্য একটি নীতিমালা থাকা প্রয়ো বলে মনে করেন।

৩.১১ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বলেন নলকূপে পানি ব্যবহারের জন্য একটি নীতিমালা অনুসরণ করা যেতে পারে। তিনি নদ চরের জমি ব্যবহারের বিষয়টি প্রতিবেদনে সঠিকভাবে প্রতিফলনের অনুরোধ করেন।

৩.১২ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রতিবেদনে পৃষ্ঠা ৫ এ **Food security** অনুচ্ছেদে **target of rice,** এর প **'cereal'** শব্দটি সংযোজন করতে এবং একই **sentence** এ **' by private sector farmers'** শব্দগুলো **omit** করতে এ প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা ১১ এর বুলেট ৬ এ **currently** এবং **and LGED** শব্দগুলো বাদ দেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

৩.১৩ মাননীয় সভাপতি তাঁর সমাপনি বক্তব্যে বলেন দেশের ভূউপরিস্থ পানির প্রধান উৎস হলো নদ-নদী যার উৎপত্তিস্থল মূল প্রতিবেশী দেশে অবস্থিত বিধায় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় এমন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক হবে না যাতে প্রতিবেশী দেশের সা যৌথ নদী কমিশনের সভায় পানি বণ্টন বিষয়ে বাংলাদেশকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, যেহেতু ভূগত পানিতে আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে সেহেতু ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে এবং ভূউপরিস্থ পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বো অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। পানি সম্পদ খাতে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে তা না হলে ভবিষ্যতে এ খাত দুর্যোগের (**Disaster** সম্মুখীন হবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির ফলে প্রাপ্য পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করণের নিমিত্তে গঙ্গা ব্যারে নির্মাণ করতে হবে। এ সকল বিষয়কে সামনে রেখে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, রাস্তা, ব্রী এবং স্বল্পব্যয়ী বিদ্যালয় নির্মাণের উপর যে ভাবে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে, সে তুলনায় পানি ও পরিবেশের দিকে নজর দেয়া হচ্ছে না। মানুষের বাঁচার জন্য পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে। পরিকল্পনায় অর্থায়নের যে নির্দেশনা রাখা হয়েছে তা থাকা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। তিনি পরিকল্পনা কমিশনকে এ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে পানি সেক্টরের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলেন।

৪. সিদ্ধান্তঃ

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্ব সম্মতিক্রমে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হয়ঃ

৪.১ উপরোক্ত অনুচ্ছেদ ৩ এর আলোচনা অনুযায়ী সংশোধনীসহ জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশল প্রতিবেদন অনুমোদন করা হলো।

৪.২ কমিটির সুপারিশ মোতাবেক সংশোধিত জাতীয় পানিব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশল প্রতিবেদনের আলোকে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।

৪.৩ অনুমোদিত চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশলের আলোকে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা কার্যক্রম ২০০১ সালের মধ্যে নিষ্পন্ন করতে হবে।

৫. পরিশেষে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৩/৭/২০০১.

(এ.ওয়াই.বি.আই.সিদ্দিকী)
সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
ও
সদস্য-সচিব
জাতীয় পানি সম্পদ নির্বাহী পরিষদ

(আব্দুর রাজ্জাক)
মন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
ও
আহবায়ক
জাতীয় পানি সম্পদ নির্বাহী পরিষদ

১০-০৬-২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পানি পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১০ম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা

উপস্থিত নির্বাহী কমিটির সদস্যদের তালিকা ঃ

১। সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

২। জনাব এ.ওয়াই.বি.আই. সিদ্দিকী, সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৩। জনাব মাহফুজুল ইসলাম, সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

৪। জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান খান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।

৫। জনাব তৌহিদুল আনোয়ার খান, সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ।

৬। ডঃ এম,এ. কাসেম, মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা।

৭। ডঃ আইনুন নিশাত, কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ, আইইউসিএন, বাংলাদেশ, ঢাকা

৮। ডঃ মনোয়ার হোসেন, প্রফেসর, পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সহায়তাকারী কর্মকর্তাদের তালিকা ঃ

১। খাজা আবদুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২। জনাব আবদুল্লা হারুন, যুগ্ম- প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।

৩। জনাব মোঃ বদিউজ্জামান, যুগ্ম-প্রধান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৪। জনাব এম.এম. আবদুল মান্নান, উপ-সচিব(উঃ২), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৫। জনাব নূর মোহাম্মদ, মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৬। জনাব এইচ,এস.এম, ফারুক, পরিচালক, ওয়ারপো, ঢাকা।

৭। ঢালী আবদুল কাইয়ুম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ওয়ারপো, ঢাকা।

৮। জনাব তালাত মাহমুদ খান, সিনিয়র সহকারী সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৯। জনাব এ,বি,এম, আসাদ হোসেন, জনসংযোগ কর্মকর্তা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

১০। জনাব সাইফুল আলম, সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ওয়ারপো, ঢাকা।

১১। জনাব মোঃ আবুল কাসেম, সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ওয়ারপো, ঢাকা।

১২। জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ওয়ারপো, ঢাকা।